স্মরণ

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী সময়ে আমরা হারিয়েছি দেশ ও বিদেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে, এই সময়কালের মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অনেক সহকর্মী বন্ধু। তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়— ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
,, অনিল ভট্টাচার্য— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
,, সুদর্শন রায়চৌধুরী— শ্রীরামপুর কলেজ ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
,, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়— শ্রী চৈতন্য মহাবিদ্যালয়
,, শঙ্কর সেন— প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন উপাচার্য, যাদবপুর।
,, বিশ্বনাথ গুহ— নেতাজীনগর কলেজ (দিবা)
,, স্বাতী রায়— চারুচন্দ্র কলেজ
,, অরুণ ঘোষ— রাণাঘাট কলেজ
,, অর্চনা বসু— সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ
,, কৃষ্ণা বসু— শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ এবং প্রাক্তন সাংসদ
,, কৃষ্ণমোহন দাস— এ.পি.সি. কলেজ
,, সত্যব্রত চৌধুরী— বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ
,, অজয় ব্যানার্জী— বঙ্গবাসী কলেজ
,, প্রণব ভট্টাচার্য— শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবরা
,, সুদেষ্ণা সেন— রাণী বিড়লা কলেজ
,, ঋতা চট্টোপাধ্যায়— রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,, কুমার মিত্র— রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,, ইন্দ্রাণী ঘোষ— রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,, শুভব্রত সিংহ রায়— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,, সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,, মনোজ আচার্য— দমদম মতিঝিল কলেজ
,, অধ্যাপক সুস্মিতা বসু—সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ
,, দেবেশ মুখোপাধ্যায়—সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ
,, সাজাহান আলি মোল্লা—সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ
,, সুহাস ঘোষ— সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ

অধ্যাপক বিজন বিশ্বাস— সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ
,, দিলীপ হাইত— সেন্ট পলস্ সি.এম. কলেজ
,, সমর ঘোষ— উমেশ চন্দ্র কলেজ ও কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, নির্ঝরিনী চক্রবর্তী— অধ্যক্ষা, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ ফর উইমেনস
,, সুধাংশু দাস— শ্রী চৈতন্য কলেজ, হাবরা ও কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, বিশ্বনাথ রায়— বঙ্গবাসী কলেজ
,, ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্ত— বঙ্গবাসী কলেজ
,, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী— বঙ্গবাসী কলেজ
,, শরণেন্দু কুণ্ডু— আলিপুরদুয়ার কলেজ
,, সুধীররঞ্জন ঘোষ— আলিপুরদুয়ার কলেজ
,, দিলীপ রায়— আলিপুরদুয়ার কলেজ, সমিতির কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, খোকন বাগ— প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
,, নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়— নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
,, ননীগোপাল সাহা— নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
,, গৌরাঙ্গ সাহা— নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
,, রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু— নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
,, জগবন্ধু চক্রবর্তী— সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়
,, অসিত কুমার ভট্টাচার্য— ওয়াই.এস.পালপাড়া মহাবিদ্যালয়
,, সোমা কর্মকার— মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়
,, অনিমা ভট্টাচার্য— কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্যা, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
,, সমীরেশ দাশগুপ্ত— খড়গপুর কলেজ
,, স্বপন কুমার লাহা— খড়গপুর কলেজ
,, অঞ্জন বাগচী— খড়গপুর কলেজ
,, নন্দদুলাল পারিয়া— প্রাক্তন উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য— মেদিনীপুর কলেজ
,, অনুপ দাস মহাপাত্র— মেদিনীপুর কলেজ
,, শমিতা সরকার— বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
,, রবীন্দ্রনাথ মজুমদার— বহরমপুর কলেজ, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা ও সমিতির কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, রতনকুমার মণ্ডল— কান্দি রাজ কলেজ
,, সুজিত ভট্টাচার্য— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, রাধেশ্যাম মণ্ডল— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়— কৃষ্ণনাথ কলেজ, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা ওয়েবকুটা
,, পূর্ণেন্দু সেন— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, জগদ্বন্ধু বিশ্বাস— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, নির্মল দাস— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, অরুণ সরকার— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, নিমাই নন্দী— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, মানব বিশ্বাস— কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, মণীন্দ্র নারায়ণ সিন্‌হা—কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
,, সুজাতা দে বসু— বহরমপুর গার্লস কলেজ
,, অজয়া দাশগুপ্ত— বহরমপুর গার্লস কলেজ
,, মিনতি বসুরায়চৌধুরী— বহরমপুর গার্লস কলেজ
,, অনুরাধা চক্রবর্তী— বহরমপুর গার্লস কলেজ
,, রাসবিহারী সিন্‌হা— অধ্যক্ষ, কান্দি রাজ কলেজ
,, সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী— জঙ্গীপুর কলেজ
,, আব্দুল হাফিজ— এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা
,, মিহির কুমার সিদ্ধান্ত— এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা
,, কঙ্কন ভট্টাচার্য— ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)
,, ঝর্ণা গুপ্ত— ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)
,, চিত্রসেনা দেব— ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)
,, আশিস গাঙ্গুলী— আনন্দমোহন কলেজ
,, রামনাথ তিওয়ারী— আনন্দমোহন কলেজ
,, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়— আনন্দমোহন কলেজ
,, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য— আনন্দমোহন কলেজ
,, পুষ্পজিৎ রায়— মালদহ কলেজ

অধ্যাপক দেবতোষ দত্ত— মালদহ কলেজ
,, অসিতচরণ মান্না— পিংলা খানা মহাবিদ্যালয়
,, অজিতকুমার ঘোষ— পিংলা খানা মহাবিদ্যালয়
,, দেবাশিস চ্যাটার্জী— অধ্যক্ষ, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ
,, বাণী মিশ্র— মালদহ উইমেন কলেজ
,, আব্দুল রজ্জাক— অধ্যক্ষ, কালিয়াচক কলেজ
,, রবীন্দ্রনাথ বসাক— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, সুমিত্রা দাস— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, সুভাষচন্দ্র দাশ— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, সুভাষ রায়চৌধুরী— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, ব্রততী ঘোষ রায়— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, দিলীপ ঘোষ রায়— রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
,, পার্থ সেন— ইসলামপুর কলেজ
,, বিদ্যুৎ রায়— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, ষষ্ঠীপদ ঘোষ— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, অনির্বাণ বিশ্বাস— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, অমর্ত্য ঘোষ— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, কার্তিক বর্মন— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, দেবব্রত ভট্টাচার্য— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
,, অরিন্দম সিন্‌হা— রামপুরহাট কলেজ
,, বঙ্কিম প্রধান— রামপুরহাট কলেজ
,, পঙ্কজ ঘোষ— সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
,, সত্যপ্রসন্ন ঘোষ— সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
,, তাপসরঞ্জন ঘোষ— সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
,, কালিপদ ভট্টাচার্য— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, শুভঙ্কর ঘোষ— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, প্রণব কুমার ঘোষ— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, অশোক হাজরা— স্কটিশ চার্চ কলেজ
,, জয়দেব চক্রবর্তী—বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
,, মিনতি বণিক— বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
,, শম্ভু নন্দী— বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
,, সোমনাথ চ্যাটার্জী—বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
,, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— রাণীগঞ্জ ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ

অধ্যাপক প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়— কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,, সমীর দাশগুপ্ত— কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,, কনক মৈত্র— অধ্যক্ষ, চাকদহ কলেজ
,, ভবেশ মৈত্র— এবিটিটি কলেজ এবং কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, প্রণব দাশগুপ্ত—ফকিরচাঁদ কলেজ এবং কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, শ্যামল দত্ত— ফকিরচাঁদ কলেজ
,, স্বপ্না বণিক— বসিরহাট কলেজ
,, শ্যামল কর্মকার— প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়
,, রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয
,, কৃষ্ণা চ্যাটার্জী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, রথীন্দ্রনাথ বসু—প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, প্রবুদ্ধনাথ রায়— সহ উপাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, ধ্রুবজ্যোতিপ্রসাদ দে— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, শান্তনু চ্যাটার্জী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, সুনীতা নস্কর— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, অমূল্যরতন ব্যানার্জী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, হরিশঙ্কর বাসুদেবান— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, দীপেন্দু চক্রবর্তী— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, অনীশ দেব— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, সৈয়দ সাজ্জাদ জাহির আদনান— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, প্রজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, মহুয়া ঘোষ— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, প্রতিমা ঘোষ—বিদ্যাসাগর উইমেনস কলেজ, কলকাতা
,, কার্তিক চন্দ্র অধিকারী— বিদ্যাসাগর কলেজ
,, পবিত্র মুখোপাধ্যায়— বিদ্যাসাগর কলেজ
,, শুভব্রত সিংহ রায়— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,, দুর্গানারায়ণ বসু— মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
,, বেরান্ত বসু— মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
,, চন্দ্রনাথ রায়— মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

অধ্যাপক নবনীতা দেবসেন— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রখ্যাত লেখিকা
,, শঙ্খ ঘোষ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রখ্যাত কবি
,, শুভাশিস বিশ্বাস– প্রাক্তন ডীন ও অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,, কে পি মজুমদার— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,, দেবব্রত ঘোষ— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,, আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়— প্রাক্তন উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
,, জগৎবন্ধু চক্রবর্তী—সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়
,, রামকৃষ্ণ মণ্ডল— সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
,, মানিকচন্দ্র মণ্ডল— শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর
,, শাহ সামসুজ্জোদিন— শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর
,, সোমেন্দ্রলাল রায়— বোলপুর কলেজ
,, বিভাসরঞ্জন দাস— কালনা কলেজ
,, সলিল ভট্টাচার্য— বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়
,, কল্যাণ ভট্টাচার্য— বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়
,, গায়ত্রী পণ্ডিত— এম.ইউ.সি উইমেন্স কলেজ
,, ইলা মণ্ডল— এম.ইউ.সি উইমেন্স কলেজ
,, শান্তিসুধা ঘোষ— এম.ইউ.সি উইমেন্স কলেজ
,, সুকুমার ঘোষ— এম.ইউ.সি উইমেন্স কলেজ
,, সুনীল সাঁই— বর্ধমান রাজ কলেজ
,, কালিকিঙ্কর দত্ত— বর্ধমান রাজ কলেজ
,, যশোধরা দাঁ— বর্ধমান রাজ কলেজ
,, প্রমথেশ ব্যানার্জী— বর্ধমান রাজ কলেজ
,, অনিমেষ রায়— প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বজবজ কলেজ
,, রথীন বসু— বজবজ কলেজ
,, দীপান্বিতা ভট্টাচার্য— মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ
,, পঙ্কজ কুমার মাঝি—বি.আর. আম্বেদকর কলেজ, বেতাই
,, মহম্মদ মেহবুব আলম পেয়াদা—ঢোলা মহাবিদ্যালয়
,, অশ্রুকুমার সিকদার—প্রাক্তন অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রখ্যাত লেখক
,, রমাকান্ত চক্রবর্তী— বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
,, মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মহেশতলা কলেজ
,, গোবিন্দ ব্যানার্জী— মহেশতলা কলেজ
,, অসিতবরণ মোহান্তি— সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ
,, শম্ভুনাথ চক্রবর্তী— বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ
,, লীলাময় মুখোপাধ্যায়— বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ

অধ্যাপক বাদল চেল— বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ
,, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য— সম্মিলনী কলেজ
,, রামশ্যামল মুখার্জী— সম্মিলনী কলেজ
,, শক্তিরঞ্জন বসু— রামানন্দ কলেজ
,, রামপদ মণ্ডল— রামানন্দ কলেজ
,, দিলীপ দত্ত— সোনামুখী কলেজ
,, তারাপদ পাণ্ডা— খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়
,, অসিত সেন— বড়জোড়া কলেজ
,, জয়ন্তী মুখার্জী— এ. সি. কলেজ, জলপাইগুড়ি
,, রঞ্জন নাথ— এ. সি. কলেজ, জলপাইগুড়ি
,, দেবেশ চ্যাটার্জী— এ. সি. কলেজ, জলপাইগুড়ি
,, বৃন্দাবন মণ্ডল— বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,, পার্থনাথ সিন্‌হা— বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,, অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী— বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,, সমীর চ্যাটার্জী— বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,, ইন্দ্রনাথ সিন্‌হা—গ্রন্থাগারিক, বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,, বিমলেন্দু দাম— শিলিগুড়ি কলেজ
,, অলোককুমার ব্যানার্জী— মেমারী কলেজ
,, মায়া মুখার্জী— পি.ডি. উইমেন্স কলেজ
,, চণ্ডীদাস লাহিড়ী— এ.সি. কলেজ অফ কমার্স
,, তরুণ কুমার দত্ত— এ.সি. কলেজ অফ কমার্স
,, শান্তিরঞ্জন দাস— এ.সি. কলেজ অফ কমার্স
,, পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, আশুতোষ জানা— উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, গৌতম নিয়োগী— উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ এবং কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,, সুবীর চন্দ্র ভাদুড়ী—উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, শক্তিকুমার মুখার্জী—উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, বরুণ সেনগুপ্ত— উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, বুদ্ধদেব বসু— উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, শুভেন্দু গুপ্ত— উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ
,, মুরারীমোহন জানা— পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র আদক— পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ
,, দীপক রায়— দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ
,, বিবেকানন্দ রায়— দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ
,, রেবতীরমণ হালদার— ধ্রুবচাঁদ হালদার
,, অপূর্বরতন ঘোষ— অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়
,, মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, অজিত দাসগুপ্ত— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, অজয় সেনগুপ্ত— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, জগদীশ গোস্বামী— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, সুকোমল সেন— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, রাধিকারঞ্জন সমাদ্দার— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর
,, সুদর্শন ভট্টাচার্য— বারাসাত কলেজ
,, শম্ভুনাথ গাঙ্গুলী— গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ
,, দিব্যেন্দু তলাপাত্র— অধ্যক্ষ, ডিরোজিও কলেজ
,, অনিল গুহ— দমদম মতিঝিল কলেজ
,, প্রতিমা সরকার— লালবাবা কলেজ
,, রঘুপতি বসু— লালবাবা কলেজ
,, গণেশচন্দ্র সাহা— লালবাবা কলেজ
,, নীরূপ মিত্র— লালবাবা কলেজ
,, ভাস্কর পুরকায়স্থ— অধ্যক্ষ, শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন
,, সোমা ভট্টাচার্য— অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেনস

কবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক ও ক্রীড়াব্যক্তিত্ব

দিব্যেন্দু পালিত
পিনাকী ঠাকুর
সব্যসাচী ভট্টাচার্য
কার্তিক মোদক
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মৈত্রেয়ী সরকার
ডঃ অসিত কুমার দত্ত
দেবকুমার বসু

নিমাই করণ
অমলেন্দু দত্ত
অখিল ভট্টাচার্য
বিমলা প্রসাদ
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
তুষার কাঞ্জিলাল
সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ডাঃ গৌরীপদ দত্ত
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
নিমাই ভট্টাচার্য
মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রততী ঘোষ রায়
সনৎ বসু
সত্য গুহ
কালিদাস রক্ষিত
মাহবুব আলম
অরুণাভ লাহিড়ী, ব্রজ রায়
অরবিন্দ পোদ্দার
আজহারউদ্দিন খান
বুদ্ধদেব গুহ
ভবেশ মৈত্র
ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ
অমল চক্রবর্তী
কাজল মিত্র
কৃষ্ণ ধর
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
সুধীর চক্রবর্তী
সনৎ কর
রবীন দত্ত
সুমিত্রা সেন
রহমান রাহি
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
লতা মঙ্গেশকর
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
গৌরী ঘোষ
পার্থ ঘোষ
রুমা গুহঠাকুরতা
স্বপন গুপ্ত
জঁ লুক গদার
উৎপলা সেন
তাপস রায়
সুজন দাশগুপ্ত
নৌবিদ্রোহের সৈনিক উলগানাথন রামস্বামী
চুনী গোস্বামী
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরজিৎ সেনগুপ্ত
সুভাষ ভৌমিক
দিয়েগো মারাদোনা
পেলে (এড্‌সন আরান্তেস দ্য নাসিমেন্তো)
পরিমল দে
শ্যেন ওয়ার্ন
বাপু নাদকার্ণি
যশপাল শর্মা

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

প্রণব মুখোপাধ্যায়
বামাপদ মুখার্জী
জলি কল
শ্যামল চক্রবর্তী
দেবব্রত বিন্দু
প্রমীলা পান্ধে
রূপচাঁদ পাল
মানব মুখার্জী
দেবপ্রসাদ সরকার
অপরাজিতা গোপ্পী
শান্তিভূষণ

এছাড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিমারি এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে নিহত শিক্ষক, সাধারণ মানুষ ও স্বাস্থ্যকর্মী, বিভিন্ন গণ আন্দোলনে শহীদ এবং সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

মাননীয় সভাপতি,

মঞ্চে উপস্থিত অধ্যাপক সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ, আজীবন সদস্য এবং সাথী বন্ধুগণ! প্রতিবেদন পেশের প্রারম্ভেই আপনাদের সকলকে সমিতির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। আপনারা বরাবরের মতো এবারেও আপনাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দিয়ে এই প্রতিবেদনকে আরো সমৃদ্ধ করবেন এই আশা রাখি। গত বার্ষিক সভা থেকে যখন পর্যন্ত আমাদের সমিতির সদস্যবন্ধুসহ যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

এক অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে একে আমরা আজ আমাদের প্রিয় সমিতির ৯৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়েছি। গোটা পৃথিবী জুড়ে কোভিডের করাল ছায়া যেভাবে তার কালো থাবা বিস্তার করেছিল তা সারা দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতপক্ষে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই দুটো বছর আমাদের জীবন থেকে অবলীলায় হারিয়ে গেছে। স্বভাবতই আমাদের বার্ষিক সাধারণ সভাও এই সময়ে আমরা করে উঠতে পারিনি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি আপনাদের প্রশ্রয় পাবে এই বিশ্বাস রাখি।

কিন্তু এখানেই সমস্যার ইতি নয়, চারিদিকেই আজ যেন এক নেতির মাঝে আমাদের জীবন ও জীবিকা বাঁধা পড়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নতুন ধরণ, মুনাফাবাদের বেড়ে চলা সমস্যা, আগ্রাসী শক্তিগুলির মাঝে স্বার্থের বিরোধ ও আপাত সংহতি, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, হানাদারী, দখলদারী এবং সর্বোপরি পরিবেশের সামগ্রিক ক্ষতি বর্তমান পৃথিবীকে এক প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বের অর্থনীতি আজ চরম মন্দার মুখোমুখি। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আগ্রাসী শক্তিগুলি আজ পৃথিবী জুড়ে নানাভাবে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলস্বরূপ বিশ্ববাসী আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আক্রান্ত। অতিমারী সরাসরি প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল, যার মধ্যে ৫ মিলিয়ান মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এছাড়াও মানবসম্পদের বিরাট ক্ষতি যেমন হয়েছে, তেমনই অধিকাংশ দেশেরই অর্থনৈতিক অবস্থা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। সবথেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার। UNESCO —তার রিপোর্টে জানাচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ক্ষেত্রে অসহনীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে যা একইসঙ্গে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এরই মধ্যে কোভিড-ভ্যাকসিনের নাম করে প্রথম দিকে কর্পোরেট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো দুহাতে মুনাফা তুলেছে এবং সংখ্যাতত্ত্বের মতে মানুষের দুর্ভাগ্যকে পুঁজি করে ন'জন নতুন আন্তর্জাতিক ওষুধ ব্যবসায়ী, ধনকুবের হয়ে উঠেছেন। কিউবা, ভিয়েতনাম সহ কয়েকটি দেশ সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে তাদের সামর্থ্যের মতো করে ভ্যাকসিন তৈরী করে তা ব্যবহার করেছে। অতিমারী পরবর্তী পৃথিবীতে কাজ হারিয়েছেন প্রচুর মানুষ, বেতন কাটা গিয়েছে অনেকের। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিও আজ বেকারী, বেতনকাটা, সার্বিক ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত।

এই সময়ই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অর্থসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈরিতা ও যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলেছে। বর্তমান রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। মার্কিনীদের অকারণ নাক গলানো এবং NATO-র সঙ্গে অশুভ আঁতাতে ইউক্রেনকে উসকে দেওয়া, অস্ত্র সাহায্য সবটাই নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের অছিলামাত্র। আমরা অবিলম্বে এই যুদ্ধের অবসান চাইছি। সমস্তরকম যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিস্থাপন না হলে যেকোনো মুহূর্তে পৃথিবী

পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারে। প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের দখলদারী ও পীড়নেরও অনতিবিলম্বে অবসান চাই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পৃথিবীর অর্থনীতিতে তার ছাপ দৃশ্যত রেখেই দিয়েছে। তেল, গ্যাস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি তারই প্রতিফলন।

এমতাবস্থায় লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থান অবশ্যই আলোর রেখা। যদিও অতি সম্প্রতি ব্রাজিলের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধেও মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে উত্তেজিত ও বিরোধিতা করার চেষ্টা গোটা পৃথিবীর সামনে বেআব্রু হয়ে পড়েছে। পেরুর সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আবার আফগানিস্তানে তালিবানদের পুনরায় ক্ষমতা দখল মানবতার সামনে একটা বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চল সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠলে এশিয়ার এই অংশের শক্তি ও স্থিতি বেসামাল হতে বেশী সময় লাগবে না। পাশাপাশি মায়ানমারে উদ্ভূত রোহিঙ্গা সমস্যা এই মুহূর্তে এই উপমহাদেশে এক জ্বলন্ত অধ্যায়। গণহত্যা এবং ধর্মের নামে নিপীড়ন আজ যেন গোটা সভ্যতাকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এরই পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যারও উল্লেখ প্রয়োজন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল এবং বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

আমাদের দেশে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রান্তিক মানুষ ও সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা ও অত্যাচার। ইতিহাস বিকৃতি এবং নতুন করে ইতিহাস লেখার ভয়ংকর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসকেও বিকৃত করা হচ্ছে।

নব্য উদার অর্থনীতির জেরে সমস্ত ধরণের শোষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর অসম্মান, বেকারত্ব, সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও শিক্ষার অধিকার হরণ এখন নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে উঠছে। সারা দেশেই জীবনদায়ী ওষুধ, অক্সিজেন ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রী আজ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সারা ভারতে কোভিডের সময় সম্পূর্ণ লকডাউনের ফলে কত মানুষের যে কাজ গেছে তার ইয়ত্তা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে ফিরতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েছেন। এখনও অতিমারীর জের কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি উঠে দাঁড়াতে পারল না। বিশেষ করে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেআব্রু করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গানদীতে ভেসে চলা শবের মিছিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে মানুষ তাদের নিকটাত্মীয়দের সৎকার করার সামর্থ্যটুকুও হারিয়েছিল। এর সঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে ভ্যাকসিনের আকাল। সাধারণ মানুষ সহজে ভ্যাকসিন পেতে শুরু করার আগে চরম অব্যবস্থায় ও ভ্যাকসিন নেওয়ার সাঙ্ঘাতিক ভিড়ে আরও বহু বাড়তি মানুষ অতিমারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে এরই মধ্যে যে সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের অনলস পরিশ্রম বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছে, তা স্বীকার করতেই হবে এবং এই কাজ করতে গিয়ে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন যাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবাসী স্মরণ করবে। প্রসঙ্গত আমাদের রাজ্যের প্রগতিশীল ছাত্র ও যুবরা যেভাবে এই অতিমারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এখানে গোটা রাজ্য জুড়ে চলতে থাকা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করতেই হবে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে হাসপাতালে নার্স, পুলিশ কনস্টেবল, বিডিও অফিসার নিয়োগ দুর্নীতির জেরে আমলা থেকে শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য পর্যন্ত বন্দী হয়ে কারাগারে রয়েছে। এমন অন্ধকার সময় বাংলায় কখনো এসেছে বলে মনে হয় না। এই ধরণের পরিস্থিতির মাঝে আমাদের সমিতি মাথা উঁচু করে শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষার্থীর স্বার্থে এবং অবশ্যই শিক্ষকের স্বার্থে লড়াই-আন্দোলন জারি রেখেছে এবং আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভা এই পরিস্থিতির মধ্যেও সমিতির ঐক্যবদ্ধ আদর্শকেই আরও একবার প্রমাণ করে দেয়।

প্রসঙ্গ ঃ সংগঠন ও আন্দোলন

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার পর থেকে আলোচ্য সময়কাল পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য নেমে এসেছে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে এক দিশাহীন অবক্ষয়ের সম্মুখীন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্র চূড়ান্ত নীতিহীনতায় ভুগছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করা এবং UGC-র মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন বিষয়গুলি লাগু করার ফলে সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় অধোগামী এক আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। অথচ আমাদের রাজ্যে UGC-র নিত্য-নতুন ফরমানগুলি কিভাবে লাগু করা হবে অথবা হবে না, সেই সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সহ সমগ্র শিক্ষা দপ্তরের কোনো বক্তব্য জানা যাচ্ছে না।

অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসকদলের অনুগামী ছাত্র সংগঠনগুলি ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। ছাত্র নেতাদের দ্বারা শিক্ষাকর্মী এমনকি অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অপমানিত হতে হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক নিগ্রহের শিকার পর্যন্ত হতে হয়েছে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীদের। শাসকদলের বশংবদ না হলে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীদের নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে—ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টে বিলম্ব, দূরবর্তী কলেজে বদলি, কোনো কিছুই বাদ নেই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই ধরণের অবাঞ্ছিত ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ইন্ধন দিচ্ছেন কিছু কিছু অধ্যক্ষ এবং উপাচার্য। প্রকৃতপক্ষে এক দশকের বেশী সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজক অবস্থা চলছে তার মধ্যেই অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে। অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই যে নিরন্তর আগ্রাসন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অধ্যাপকদের অন্য কলেজে বদলি করে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। এই সময়কালের মধ্যেই আমরা দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার কাজ করতে পেরেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : দ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য' এবং সমিতির আসন্ন শতবর্ষের কথা মনে রেখে 'শতবর্ষের পথে অধ্যাপক সমিতি' বই দুটি গুণীজনের সমাদর লাভ করেছে।

আলোচ্য সময়কালে সমিতির সংগঠন ও আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে হয় সেটি হলো দীর্ঘ দু'বছর কোভিডে-র কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা এবং তার ফলে প্রায় দু'বছর সময় ধরে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমিতির কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে দাবি করার পর ২০২০ সালে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের সপ্তম বেতনক্রম চালু করার কথা ঘোষণা করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে কোনোক্ষেত্রে অধ্যাপকদের এই ধরণের বঞ্চনার শিকার হতে হয়নি—চার বছরের বকেয়া বেতন দেওয়া হলো না। দেশের অন্য কোনো রাজ্যে এই নজির নেই। অধ্যাপকদের স্বার্থ-বিরোধী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭-১৩ ফেব্রুয়ারী দাবি সপ্তাহ পালন করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী রাজ্যব্যাপী সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের কর্মবিরতি এবং মৌলালীতে প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। বর্তমানে এই বিষয়ে একটি মামলা সমিতির উদ্যোগে করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। অধ্যাপক সমিতি পেশাগত দাবি নিয়ে লড়াই করার সঙ্গেই শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলির প্রতিবাদে সর্বদা সরব থেকেছে। ৬ জানুয়ারি ২০২০ সালে JNUতে হোস্টেল ফি কমানোর দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বহিরাগত অসামাজিক অমানবিক ব্যক্তিদের এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রদের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে হেদুয়া পর্যন্ত একটি মিছিল করা হয়েছিল। এই মিছিলে জমায়েত ভালো হয়েছিল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড অতিমারীর কারণে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে

সমিতির পরবর্তী কর্মসমিতি গঠন করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিছুদিন অপেক্ষা করে বাধ্য হয়ে তৎকালীন কর্মসমিতির কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কোভিডের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হবার সময় প্রায় সব জেলার সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ বাকি ছিল। এর ফলে লক-ডাউনের শুরুর দিকে সমিতির নির্দিষ্ট খরচগুলি চালাতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি সমিতি অফিসের স্টাফদের বেতন দেবার ব্যবস্থা ও অন্যভাবে করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে অনলাইনে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার চালু করার পর সদস্য বন্ধুদের সহযোগিতায় আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠা গেছিল।

লক-ডাউনের সময় অত্যন্ত কঠিন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অধ্যাপক সমিতি এবং সমিতির প্রত্যেকটি জেলা কমিটি অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি জেলা ওই কঠিন সময়ে একাধিক ত্রাণের কাজ করেছে। এমন কি বাগবাজার বস্তিতে আগুন লাগার পর ভরা করোনা আবহে অধ্যাপক সমিতি ও উত্তর কলকাতা জেলা কমিটি যৌথভাবে একদিন ত্রাণের কাজ করেছে।

২০২০ সালে আমফানের প্রভাবে দুই ২৪ পরগণা জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সমিতির এই দুটি জেলার সদস্যবন্ধুরা করোনার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগে বিপন্ন মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় সমিতির পক্ষ থেকে করোনার সময় দুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে করোনা এবং আমফানের সময় বিভিন্ন জেলায় সদস্যবন্ধুদের ভূমিকা অত্যন্ত গর্বের এবং অধ্যাপক সমিতির ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কারণে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলে অধ্যাপক সমিতি সব সময় সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কোভিড অতিমারি এবং আমফানে বিপর্যস্ত মানুষদের জন্য একইভাবে অধ্যাপক সমিতি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। সদস্যবন্ধুদের সহযোগিতায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সমিতির পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জেলাগুলি খুবই সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতীতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিলে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি তা গ্রহণ করতেন একটি নির্দিষ্ট দিনে। অথচ এবার পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্বাভাবিক, যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে তখনো সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে চেক প্রদান করার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় নি।

লক-ডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু হবার সময় থেকেই একাধিকবার অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানানো হয়। রাস্তায় নামার সুযোগ না থাকায় এই প্রসঙ্গে একাধিক চিঠি লেখা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে সমিতির পক্ষ থেকে। শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অধ্যাপক সমিতি On-line পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে Off-line পরীক্ষা ব্যবস্থার ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একাধিকবার চিঠি দিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

২০২০ সালের জুলাই মাসে করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ঘোষণা করা হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ তথা সাম্প্রদায়িকিকরণ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে সমিতির পক্ষ থেকে MHRD-র কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক ওয়েবিনার করা হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে করোনার বিপদ নিয়ে একটি ওয়েবিনার করা

হয়েছিল। এই ওয়েবিনারে অংশ নিয়েছিলেন ডঃ অভিজিত চৌধুরী এবং ডঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য। লক-ডাউনের সময় যখন রাস্তায় নামা যাচ্ছে না তখনো সমিতি অন-লাইনে কাজকর্ম চালিয়ে গেছে।

লক-ডাউন কিছুটা শিথিল হতেই সমিতির কাজকর্ম পুনরায় চালু করা হয়। যানবাহন চালু হবার পর প্রথমদিকে সপ্তাহে তিনদিন করে সমিতি অফিস খোলা শুরু হয়। কিছুদিন পর থেকে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিন বাদে রোজই সমিতি অফিস খোলা হতে থাকে। ২০২০ সালে খুব বেশি পারা না গেলেও ২০২১ সালে বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় নেমে কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি ২০২১ বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর কলকাতা অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভা ও সভার শেষে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কাজকর্মের প্রতিবাদে বোলপুরে একটি নাগরিক মিছিলে ও পরবর্তীকালে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে একটি কনভেনশনে সমিতির পক্ষ থেকে অংশ নেওয়া হয়েছিল। প্রতি বছরের মত ২০২১ সালে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ৪ সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে একটি সভা করা হয়।

প্রতিটি নির্বাচনের সময় আমরা নির্বাচনে কি ডিউটি আসবে তা নিয়ে আতঙ্কে থাকি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন তার ব্যতিক্রম নয়। এই নির্বাচনে অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের ডিউটি আসতে থাকে তাঁদের পদমর্যাদা বিবেচনা না করে। এই বিষয় নিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ পত্র দেওয়া হয়। এর ফলে কিছু জেলায় সুরাহা পাওয়া গেলেও সর্বত্র পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্য সময়কালে আমরা সমিতির বিশিষ্ট এবং বরিষ্ঠ কিছু নেতাকে হারিয়েছি। করোনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধের কারণে এঁদের স্মরণসভা বিলম্বিত হয়। যথাক্রমে ১২ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রাক্তন নেতৃত্বের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় হলো স্মরণসভা দুটিতে সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতি খুব একটা আশানুরূপ ছিল না।

কোভিড-পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই এবং সরকার কোভিড-বিধি কিছুটা শিথিল করতেই আমরা সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খোলার দাবিতে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছি।

সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলি গোটা দেশে রাজ্যের ভাবমূর্তিকে চূড়ান্ত ম্লান করে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে আর্থিক দুর্নীতির বিষয় যেমন আছে, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে পুলিশি আক্রমণ, এমন কি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনের আচরণ গুণ্ডামির পর্যায়ে পৌঁছেছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্র নামধারী কিছু অসামাজিক ব্যক্তি যে আচরণ করেছে তাতে অধ্যাপক হিসাবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। আনিশ খানের হত্যা, বগটুই-এর গণহত্যা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, প্রাথমিক, মাধ্যমিকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিবাদে গত ৮ এপ্রিল, ২০২২ অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের সামনে। এই কর্মসূচীতে সদস্য বন্ধুদের উপস্থিতি যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক ছিল।

স্কুলে নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা দীর্ঘদিন অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে রাস্তায় বসে থেকে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে কলেজ স্ট্রীটে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হয়েছিল ২৫ জুলাই, ২০২২।

AIFUCTO-র আহ্বানে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিলের দাবিতে এবং রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি

এবং চূড়ান্ত অবক্ষয়ের প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ শিক্ষক দিবসের দিন কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। এই প্রতিবাদ সভায় স্কুলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার চাকুরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

সল্টলেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন অফিসের কাছে আন্দোলনরত বঞ্চিত চাকুরিপ্রার্থীদের উপর মধ্যরাত্রে বর্বর আক্রমণ নামিয়ে আনে পুলিশ এবং শেষপর্যন্ত আন্দোলনরত চাকুরিপ্রার্থীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। এই অগণতান্ত্রিক, বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে ঘটনার পরের দিনে অর্থাৎ ২১ অক্টোবর, ২০২২ কলেজ স্ট্রীটে প্রতিবাদ সভা করা হয়।

আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা বিরাজ করছে। আর্থিক দুর্নীতি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের দাপাদাপি, পঠন-পাঠন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, অযোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে নিয়োগ, বিভিন্ন বডিতে মনোনীত করা—এইসব ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আংশিক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের (SACT) উপর কিছু কিছু কলেজে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হচ্ছে। অধ্যাপক সমিতি এঁদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রম এবং চাকুরির নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের দাবি না মেনে খেয়ালখুশিতমত SACT-দের দুটি বেতন স্থির করা হলো। অন্য একটি Order-এ সপ্তাহে ১৫ ঘণ্টা কাজের ফরমান জারি করা হলো। কিন্তু সপ্তাহে ক'দিন কলেজে আসতে হবে সে কথা বলা হল না। কিছু কিছু কলেজে অধ্যক্ষরা নিজেদের ইচ্ছেমত SACT-দের বাধ্য করছেন পাঁচদিন আসতে, যতক্ষণ খুশি কাজ করাতে। কেউ প্রতিবাদ করলে চূড়ান্ত হেনস্থার স্বীকার হতে হচ্ছে—শারীরিক আক্রমণও বাদ যাচ্ছে না। এতদিনে SACT-দের জন্য Leave Rule বেরিয়েছে। এখানে Maternity Leave দেওয়া হয়েছে অথচ CCL দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজক অবস্থা কাটিয়ে তুলতে রাজ্যব্যাপী সংগঠনকে আরো সক্রিয় করে আন্দোলনের ধার বাড়াতে হবে।

আলোচ্য সময়কালে (করোনার কারণে দু'বছর বাদ দিয়ে) বিভিন্ন ইস্যুতে সমিতির পক্ষ থেকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা হয়েছে। যে কথা বলা দরকার তা হলো ভবিষ্যতে কর্মসূচীগুলিতে আরো বেশী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে সারা দেশে ও রাজ্যে শিক্ষার দুর্নীতি ও মানের যে অবনমন ঘটেছে অতীতে আমরা তা দেখিনি। সমিতির সদস্যবন্ধুদের কাছে তাই প্রত্যাশা, শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সদস্যবন্ধুরা আরও বেশি দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন করবেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

৯৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রভাবনার প্রকাশ ঘটে সেই রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির যে খসড়া প্রকাশ করেছিলেন সেই খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২৯ জুলাই, ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদনের ফলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' আত্মপ্রকাশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত (৯৩-তম) বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সমিতির সার্বিক পর্যবেক্ষণ আপনারা জেনেছেন এবং ইউ.জি.সি.কেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমিতির বক্তব্য যথাযথ সময়ে পাঠানো হয়েছিল। সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশে মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ যখন অপ্রতিরোধ্য, যখন দেশের আপামর জনসাধারণ প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে, রাষ্ট্র, কেন্দ্র এবং রাজ্য, যখন দেশের মানুষকে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দেশের লক্ষ লক্ষ কাজ হারানো মানুষ যখন ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ফিরতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে, দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ব্যয় শেষ তিন

দশকে যখন সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসন যখন ভারসাম্য হারিয়েছে তখন এই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র আকস্মিক প্রণয়ন অনেক সন্দেহের জন্ম দেয় বৈকি! যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিত এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির নানা অভিমুখ সম্পর্কে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হয়, কোনো কোনো প্রদেশ থেকে এই শিক্ষানীতি পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবি আজও অব্যাহত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুমোদিত হওয়ার পরই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েই বলেন, "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অনুমোদনকে মুক্ত কণ্ঠে স্বাগত জানাচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রের বহু প্রতিক্ষিত এই সংস্কার আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ জীবন বদলে দেবে।" নয়া এই শিক্ষানীতিতে বিগত শিক্ষানীতির বেশকিছু কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যেমন, প্রায় সাড়ে তিন দশক পর কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ফিরেছে নিজের পুরোনো পরিচয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক-এ, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির বয়স ৬ বছর থেকে ৩ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে, বর্তমান স্কুল শিক্ষার ১০+২ ব্যবস্থার পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ ব্যবস্থার নির্দেশ করা হয়েছে, বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে যাণ্মাসিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরিবর্তে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে বিশেষ পরীক্ষা, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামক সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ-এর অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় উচ্চশিক্ষা আয়োগ-এর দ্বারোদঘাটন, স্নাতক পর্যায়ে তিন বছরের পাঠক্রমের পরিবর্তে তিন এবং চার বছরের দুই ভিন্ন ধর্মী পাঠক্রমের সূচনা, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দুই বছরের পাঠক্রমের পরিবর্তে এক এবং দুই বছর—এই দুই ধরণের পাঠক্রমের সূচনা করা ইত্যাদি।

এই নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তির জন্য 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি' (এনটিএ) কর্তৃক আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নয়া এই শিক্ষানীতির নির্দেশানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ ইতোমধ্যেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে চার বছরের ডিগ্রী কোর্সের পাশাপাশি এক বছরের মাষ্টার ডিগ্রীর কোর্স প্রবর্তনের নির্দেশিকা জারি করেছে। আমাদের রাজ্যের সরকার নতুন এই শিক্ষানীতির বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একাধিক বার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি গঠন করলেও এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সমিতির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান জানতে চেয়ে একাধিক বার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেও সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত দেশের সর্ব প্রাচীন এবং সর্ব বৃহৎ শিক্ষক সংগঠনের কাছে আসেনি। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি দেশের শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কাজ হারানো অভিভাবকদের পক্ষে সন্তানসন্ততির পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ যে মাত্রায় হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়টিও অত্যন্ত উদ্বেগের এবং কেন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হল সেই বিষয়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করে অধ্যাপত সমিতি। অর্থনৈতিক এই বিপর্যয়ের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে চলেছেন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে কি সীমাহীন দুর্নীতি! মহামান্য আদালতের সক্রিয়তায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন এমন এক পরিস্থিতি—প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা অধিকর্তা, উপাচার্য সকলেই কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের অভিযোগে জেলে এবং বিচারাধীন—যা কেবল শিক্ষকসমাজকে নয়, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বিচারাধীন এই অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত এক দশকে ন্যূনতম পরিকাঠামো ছাড়াই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক দুই প্রধানের বৈরিতা কেবল রাজ্যের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রকে কালিমালিপ্ত করেনি, সৃষ্টি করেছে প্রশাসনিক সংকট! রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাননীয় উপাচার্য নিয়োগের বৈধতার বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। আদালতের নির্দেশের উপরই নির্ভর করছে রাজ্যের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যারা এই সময়কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানান পর্যায়ের পাঠক্রম শেষ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কারণ উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টিই যদি বৈধতার প্রশ্নে আটকে যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডিগ্রীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না তো? এমতাবস্থায় কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে রাজ্যপালের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে স্থলাভিষিক্ত করতে বর্তমান রাজ্য সরকার বিধানসভায় একটি বিল উপস্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদই উপযুক্ত ব্যক্তি। রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহু শিক্ষকপদ দীর্ঘ দিন শূন্য পড়ে আছে, নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় রাজ্যের কলেজগুলিতে 'মিউচুয়াল ট্রান্সফারে' কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের নানান সংবাদে সত্যিই অধ্যাপক সমিতি স্তম্ভিত। সমিতির বিগত বার্ষিক (৯৩তম) সাধারণ সভার প্রতিবেদনে আমরা রাজ্যে বেসরকারি বি এড কলেজের অনুমোদন এবং শিক্ষার্থী ভর্তি বিষয়ে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, বর্তমানে রাজ্যের বেসরকারি বি এড কলেজ সংক্রান্ত নানান ঘটনা প্রবাহ আমাদের আশঙ্কাকেই সত্য প্রমাণ করেছে। বিচারাধীন এই অপরাধেরও দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার এখনো কোনো অবস্থান স্পষ্ট করেনি। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি রাজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই রাজ্য সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে যে বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে তা হল, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয় স্তরে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ১০+২ ব্যবস্থার পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ ব্যবস্থার পাশাপাশি বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সহ দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরিবর্তে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে বিশেষ পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে কি না? রাজ্য সরকার বিদ্যালয় শিক্ষকদের বদলির জন্য চালু করেছে 'উৎসশ্রী' পোর্টাল, অধ্যাপক সমিতি শিক্ষক বদলির বিষয়টিকে স্বাগত জানালেও এই বিষয়ে স্বচ্ছতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান কারণ শিক্ষক বদলির বিষয়ে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের নানান খবর আজ আর গোপন বিষয় নয়। এই অব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষকদের শহরমুখীনতা বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে কারণ বহু ক্ষেত্রেই গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রাত্যহিক পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতবর্ষে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। এই বিষয়ে যে নথি আমরা পেয়েছি তা থেকে আমাদের আশঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারি পুঁজির হাতে সঁপে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি উচ্চশিক্ষায় FDI-এর অনুপ্রবেশকে নিশ্চিত করবে বলেই আমরা মনে করি। এই আশঙ্কার যে বাস্তব ভিত্তি তা হল, কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই নতুন শিক্ষা নীতি চালু করে প্রকারান্তরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতায় শুরুতেই এগিয়ে দেবার সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর। বর্তমান কলেজগুলিতে যে পরিকাঠামোয় তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে সেই একই পরিকাঠামোতে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স পরিচালিত হলে সারা দেশে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে সরকারি আর্থিক আনুকূল্যে পরিচালিত রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আর এই সুযোগে পুঁজিপতিরাও ঢালাও বিনিয়োগ করে দখল

নেবে এই ব্যবস্থার। বর্তমান ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার এই মৌলিক পরিবর্তনে শিক্ষা পরিণত হবে ধনী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ভোগ্যপণ্যে!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

নয়া উদারনীতির হাত ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল আজ সেই সংকটের গভীরতা ক্রমশঃ বাড়ছে। কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেশের প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দিয়ে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ, গেরুয়াকরণ, বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যে নতুন শিক্ষানীতি হাজির করেছে তাতে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাও (Social Exclusion) বাড়বে। উচ্চ শিক্ষায় মূলত কর্পোরেট স্বার্থ পরিপুষ্ট করাই এই শিক্ষানীতির লক্ষ্য। এতে শুধু গরীব মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না, মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এই শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ইউ.জি.সি. ধাপে ধাপে এমন সব সার্কুলার জারী করেছে যাকে কার্যকর করার মত পরিকাঠামো অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে উচ্চশিক্ষা ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসানো হচ্ছে আর এস এস বা সংঘ পরিবারের বাছাই করা ব্যক্তিদের এবং এদের নিয়ম বিরুদ্ধ ও স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষায় স্বাধিকারের পরিবেশ। ইতিহাস বিকৃতির পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সমগ্র শিক্ষাসূচিতে অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত নয় এমন সব ধ্যানধারণাকে বিজ্ঞান বলে চালানো, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী ও ঘটনাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত করা প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষাকে গোটা বিশ্বে হাস্যকর করে তোলা হচ্ছে।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার জন্য রাজ্য সরকার নির্বাচিত সেনেট, সিন্ডিকেট, কোর্ট, কাউন্সিল ভেঙ্গে দিয়ে সেই যে মনোনীত পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আজ ১২ বছর পরেও সেই ব্যবস্থা চালু রেখেছে, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা লাগু করার সাহস দেখায় নি। অ্যাডহক কমিটি বা শাসকদলের বাছাই করা ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার মধ্য দিয়ে, ছাত্রভর্তি থেকে নিয়োগ সর্বত্রই আজ শাসকদলের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য আজ নেই বললেই চলে। ছাত্রনামধারী কিছু অছাত্র ও সমাজ বিরোধীদের বেআইনী কাজকর্ম, তোলাবাজি ও জুলুমবাজিতে ক্যাম্পাসগুলিতে এক চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ বিরাজ করছে। এটা জেনেও সরকার ছাত্রসংসদ নির্বাচন করতে চাইছে না। সরকার ইচ্ছে করেই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এক সর্বনাশা পথ নিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহু শিক্ষক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মী পদ শূন্য। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে পঠন-পাঠন, গবেষণা কর্ম ও প্রশাসনিক দৈনন্দিন কাজকর্ম। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি থমকে আছে, কোথাও তা চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন খাতে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের ফলে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়া। সময়মত উপাচার্য পদে নিয়োগ না হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে উপাচার্য ছাড়াই। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগও আইন মোতাবেক হয়নি—আদালতের রায়ে যা স্পষ্ট হচ্ছে। বলা যায় ক্ষমতার অপব্যবহার করেই রাজ্য সরকার একের পর এক উপাচার্য নিয়োগ করেছে। যথাযথভাবে অ্যাক্ট-স্ট্যাটিউট তৈরি না হওয়ায় রাজ্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাজকর্ম যথাযথ আইন বা বিধি মেনে পরিচালিত হচ্ছে না। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষিতে যেভাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বন্ধ হয়ে গেল সেটা খুবই নিন্দনীয়, অভাবনীয় ও নজিরবিহীন। তাতেও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কোন হেলদোল দেখা গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পঠন-পাঠন, গবেষণা ও পরিকাঠামোগত

উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দরকার সরকারের দায়বদ্ধতা, দরকার অগ্রাধিকার। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য কোন সরকারের ক্ষেত্রে সেই দায়বদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

সামগ্রিক এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপাচার্যের মত সম্মানীয় পদে নিয়োগ আইন সম্মত নয় বলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে রাজ্য তথা দেশের শিক্ষা মহল স্তম্ভিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ঘটনা নজিরবিহীন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আজ একই ব্যক্তিকে একসঙ্গে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) এবং সহ-উপাচার্য (অর্থ) এই তিনটি পদে কার্যনির্বাহ করতে হচ্ছে। অনেক অনুষদে স্থায়ী ডিন না থাকায় পঠন-পাঠন ও গবেষণা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগে বহু শিক্ষক পদ শূন্য। শিক্ষকদের পদোন্নতি বিলম্বিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট কেবলমাত্র মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক বাতাবরণ একেবারেই নেই। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কাজ পরীক্ষা বিভাগের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেগুলি পরিকল্পিতভাবে শিক্ষকদের উপর চাপানো হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষকদের বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকদের এমন সব নন-অ্যাকাডেমিক কাজে যুক্ত করা হচ্ছে যাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষক পদ পূরণ না করার ফলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত তলানিতে ঠেকেছে। চার বছরের কোর্স B. Tech খোলার পরেও কোন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ভিজিটিং প্রফেসর দিয়ে পঠন-পাঠন চালাতে হচ্ছে। এইসব সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা অভাবনীয়।

বিগত দিনগুলিতে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে জুটা JUTA যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষকদের স্বার্থে নানান সামাজিক ও পেশাগত দাবিতে দায়িত্ব পালনের কাজ করে গেছে। এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও নতুন নিয়োগ কখনও থমকে থাকেনি। কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত শিক্ষকদের জন্য ভ্যাকসিনেশনের ক্যাম্প করা হয়েছে। SSC বা TET এর চাকরি প্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বাইরে মিটিং করা হয়েছে। বর্তমান শাসক দলের অনুগামী শিক্ষাকর্মী নেতৃত্বের দ্বারা শিক্ষকদের অপমানের বিরুদ্ধে বড় সংখ্যক শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। কর্মসমিতিতে পাশ হওয়া স্ট্যাটিউট্ রাজ্য সরকারের বিরোধিতার কারণে কোর্টে উত্থাপন করা যায় নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় একটা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মসহ গবেষণা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক আন্দোলনের চাপে পড়ে সম্প্রতি রাজ্য সরকার কিছু টাকা বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে পঠন-পাঠন ও গবেষণা বিষয়ে উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একাধিক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা বারবার সংবাদের শিরোনামে এসেছে। সম্প্রতি পরিস্থিতি এমন আকার নিয়েছিল যে মাননীয় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারছিলেন না, বাড়ি থেকে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগে একের পর এক জনস্বার্থ মামলা (PIL) হয়েছে। এই সময় পর্বে শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে একের পর এক মিটিং, মিছিল ও ডেপুটেশন দিয়েছে। মূলত লাগাতার শিক্ষক আন্দোলনের ফলে কর্মসমিতিতে (EC) ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এবং ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে নোটিশ করা হয়েছে। কিছু শিক্ষক ও অফিসার পদে নিয়োগ হয়েছে যদিও বহু শিক্ষক পদ আজও শূন্য রয়ে গেছে। শিক্ষকদের CAS বা পদোন্নতির বিষয়টি বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে চারুকলা অনুষদের অ্যাকমপ্যানিস্ট শিক্ষকদের শিক্ষক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি আজও পূরণ

হয়নি। আন্দোলন জারি আছে। জাতীয় শিক্ষানীতিসহ নানা অ্যাকাডেমিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই পর্বে শিক্ষক সমিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ কয়েকটি সেমিনার ও ওয়েবিনার সংগঠিত করেছে। এছাড়া আমফান পরবর্তী সময়ে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহ করা, কোভিড পরিস্থিতিতে রেড ভলান্টিয়ার এবং বিজ্ঞান মঞ্চ পরিচালিত স্কুলের সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তা দান এবং শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক দিবসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত শিক্ষকদের জন্য ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও WBCUTA প্রাথমিক ইউনিট যৌথভাবে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ও পেশাগত ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছে। তবে মূলতঃ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বেই একের পর এক মিটিং, অবস্থান বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে। এমনকি গত একবছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া, পরীক্ষা করা এবং প্রত্যাহার করার মত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও চার চারবার শিক্ষক সমিতির নির্বাচন করা যায়নি। কখনো কোভিড-১৯ এর নাম করে, কখনও ন্যাক ভিজিটের ও শিক্ষক ঐক্যের নাম করে নির্বাচন আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষকদের স্বাক্ষরসহ অবিলম্বে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের দাবিতে মাননীয় উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেওয়ার পর উপাচার্য বাধ্য হয়েছেন বর্তমান শিক্ষক সমিতির কর্মসমিতির মেয়াদ আগামী ন্যাক ভিজিট শেষ হওয়া পর্যন্ত বাড়াতে। অগণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের ইউনিটের নিশ্চিত পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না বলে এত টালবাহানা করছেন, নির্বাচনটা করতে চাইছেন না।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পঠন-পাঠন ও গবেষণার স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। BUTA এবং WBCUTA যৌথ উদ্যোগে স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টি অনেকটা সুষ্ঠু সমাধান করা গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক পদ এবং অশিক্ষক পদ শূন্য। এই সব শূন্য পদ পূরণ এবং NACC-এর কাজকর্মকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও পেশাগত দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক মিটিং ও বিক্ষোভ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। নয়া শিক্ষানীতি-২০২০-র বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিকগুলি এবং ইউ.জি.সি. যেভাবে তড়িঘড়ি করে শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের মতামত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যাপকদের অধীনে পরিচালিত প্রজেক্টগুলির আর্থিক প্রক্রিয়া স্ট্রীমলাইন করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন ফ্যাকালটির নির্বাচন, ডিন নির্বাচন যাতে স্বচ্ছভাবে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি গঠনের বিষয়টি যাতে পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত হয় সে বিষয়ে শিক্ষক সমিতি দাবি জানিয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের আইনসম্মত অধিকারগুলি হরণ করে চলেছে। দীর্ঘদিন কোর্ট মিটিং না করা, সমাবর্তন না করা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠন না করার ফলে ভবিষ্যতে সংবিধান সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষদগুলিতে ডীন না থাকা, প্রশাসনের খামখেয়লিপনা, শাসক অনুগামী ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে মনোনয়ন এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিঘ্নিত হচ্ছে। বহু বিভাগে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় পঠন-পাঠন ও গবেষণা কর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এইসব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানে শিক্ষক সমিতি বারবার ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের জন্য আজও তা সমাধান করা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট তিনটি অনুষদ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পাসে অবস্থিত।

প্রায় তিন বছর কোন স্থায়ী উপাচার্য নেই। কোন অনুষদেই স্থায়ী ডীন নেই। স্থায়ী পরীক্ষা নিয়ামকও নেই বিগত তিন বছর এবং স্থায়ী কর্মসচিব নেই ১২ বছর। সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে এক চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও প্রশাসনের অনুপস্থিতি বিরাজমান। পাশাপাশি চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের কারণে পঠন-পাঠন, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। শিক্ষকদের পদোন্নতি দুবছর ধরে থমকে আছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য চূড়ান্ত স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে চলেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। উপাচার্য বারবার শিক্ষকদের অসম্মান করছেন কোন কারণ ছাড়াই অনেক শিক্ষককে নিজের ইচ্ছেমত ট্রান্সফার করেছেন। প্রধান প্রধান প্রশাসনিক পদগুলি শূন্য। নিয়োগের কোন প্রচেষ্টাই নেই। বিভাগগুলি চলছে অ্যাডহক ভিত্তিতে। বিগত দুই বছর ধরে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না। কল্যাণী গবেষণা ভবনকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত সমস্ত গবেষণা প্রকল্প মোহনপুরে স্থানান্তর করেছেন যেখানে গবেষণার কোন পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্পে শিক্ষকরা কাজ করলেও ৬২ বছরে বয়সেই জোর পূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে WBCUTA-র প্রাথমিক ইউনিট ছিল না। এবছরই প্রথম প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে WBCUTA-র একটি প্রাথমিক ইউনিট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের জন্য সমিতির পক্ষে খোলামেলা কাজকর্ম করা সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নজিরবিহীন ঘটনায় শিক্ষা মহল স্তম্ভিত। দুর্নীতির দায়ে উপাচার্যকে জেল খাটতে হচ্ছে। এছাড়া অতি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেসরকারী ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। এমন কি ক্যাম্পাসের বাইরে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তণীদের নিয়ে জমি বাঁচাও কমিটি তৈরি হয়। আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তর করা হবে না। এইরকম একটা অস্থির পরিবেশে অস্থায়ী উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সময়মত নতুন কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন উপাচার্যহীন অবস্থায় চলেছে যা শুধু অভাবনীয় নয়, চূড়ান্ত নিন্দনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (WBUTTEPA) এক চরম অরাজকতা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেসরকারি কলেজগুলির পুনর্নবীকরণকে কেন্দ্র করে নানা ধরণের অস্বচ্ছতার অভিযোগ আসছে। পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকছে না। এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা অফলাইনে হলেও প্রশ্নপত্র পাঠানো হচ্ছে অনলাইনে। যত দ্রুত সম্ভব এই সব অস্বচ্ছতাগুলি দূর করা দরকার।

গ্রন্থাগারিকদের প্রসঙ্গ

গ্রন্থাগারিকবন্ধুরা শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারিকদের নানা অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং সেই সব ধারণার প্রয়োগে তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের সম্পর্কে সমিতির বক্তব্য—

১। গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষকবর্গের অন্তর্গত হওয়ায় সপ্তাহে একদিন প্রস্তুতি দিবস হিসেবে তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। [এ বিষয়ে 24-04-2014 তারিখে প্রকাশিত 348-EDN(CS)/IC-166L/2005 সংখ্যক সরকারি আদেশনামাটি দ্রষ্টব্য।]

২। গ্রীষ্মাবকাশে (১৬ মে থেকে ৩০ জুন) সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রতিদিন গ্রন্থাগারিকদের কলেজে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

৩। বহু কলেজে এখনও পর্যন্ত পূর্ববর্তী ধারণা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকদের অশিক্ষক কর্মী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন Statutory ও Non-statutory কমিটিগুলিতে তাদের সদস্য করা হচ্ছে না। এমন কি তাঁদেরকে শিক্ষাকর্মীদের হাজিরা খাতায় সই করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কোথাও বা আলাদা এক হাজিরা খাতা শুধুমাত্র লাইব্রেরিয়ানের জন্য রাখা হচ্ছে! এই অন্যায় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৪। UGC অনুমোদিত কোন Major বা Minor Research Projectএ গ্রন্থাগারিকদের আবেদনের অনুমোদন রদ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকদের গবেষণার ক্ষেত্র সংকুচিত করা চলবে না।

৫। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের সমীক্ষা (All India Survey on Higher Education) পোর্টালে গ্রন্থাগারিকদের অফিসার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা এই পেশার গুরুত্বকে সংকুচিত করছে। এই পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। বই ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রন্থাগারে স্থান সংকুলানের সমস্যা ক্রমেই অবর্ণনীয় হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় বই ও পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৭। সময়ের দাবি মেনে পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের পরিষেবা আরও উন্নত করতে ক্লার্ক ও পিওন নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগ করতে হবে।

৮। আংশিক সময়ের গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী SACT-এর নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোয় স্থায়ীকরণ করে প্রাপ্য সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে হবে।

SACT-দের প্রসঙ্গ

২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC) অনুমোদিত স্থায়ী শিক্ষকগণ ব্যতীত আরও তিন ধরণের শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। তাঁদের এই তিনটি ধরণ হল— i) CWTT- Contractual Whole time Teacher [চুক্তিভিত্তিক পূর্ণ সময়ের শিক্ষক], ii) PTT- Part Time Teacher [আংশিক সময়ের অধ্যাপক] এবং iii) Guest Teacher-[অতিথি শিক্ষক]।

এই তিন ধরণের শিক্ষক পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার [2081-Edn(CS)/10M-83/2019] বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তিনটি শ্রেণিকে দু-ধরণের পদে নিযুক্ত করেছে—SACT-1 এবং SACT-2। ইতিপূর্বে নিযুক্ত CWTT, PTT এবং Guest Teacher-দের মধ্যে যাঁদের UGC নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা NET, SET বা Ph.D. আছে, তাঁরা SACT-1 আর যাঁদের সেই যোগ্যতা ছিল না তারা SACT-2 হিসেবে কলেজগুলিতে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন SACT-1-দের বেতন নির্ধারিত হয় মাসিক ৩১০০০ টাকা, আর দশ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দের SACT-1 বেতন নির্ধারিত হয় ৩৬০০০ টাকা। অন্যদিকে SACT-2-দের ক্ষেত্রে ১০ বছরের বেশি এবং কম SACT-2 এর বেতন নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে ২৫৬০০ টাকা এবং ২১০০০ টাকা। ২০১৯-এর আগে CWTT-রা কলেজে আসতেন ৫ দিন, ক্লাস নিতেন ২০ থেকে ২৪টি। PTT-রা কলেজে আসতেন ৩ থেকে ৪ দিন। ক্লাস নিতেন ১০টির আশেপাশে। আর অতিথি শিক্ষকরা ১২ থেকে ১৫টি ক্লাস নিতেন। CWTT-রা বেতন পেতেন সরকারি কোষাগার থেকে ২৯০০০ কাছাকাছি যা স্থায়ী শিক্ষকদের মূল বেতনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আর PTT-রা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ৭০০০/১০০০০/১৪০০০ বেতন পেতেন। অতিথি শিক্ষকরা কলেজ ফান্ড

থেকে ক্লাসভিত্তিক ন্যূনতম মজুরীতে খুবই সামান্য অর্থ পেতেন। ২০১৯-এর বিজ্ঞপ্তি জারির পর দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত PTT এবং CWTT-দের বেতন দু-চার মাস অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত শিক্ষকদের মাইনের সমান হয়ে যায়। কাজেই বলা যায় সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রথম থেকেই দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত অনেক শিক্ষকের সামনে এক বিরাট বৈষম্যের নজির স্থাপন করে, যা একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। অবিলম্বে অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার নিরিখে এই শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ করবার দাবি জানাচ্ছে ওয়েবকুটা। আর সকল শিক্ষকের কাজের ধারা এবং প্রকৃতি যেহেতু একই রকম তাই তাঁদেরও ছুটি এবং অন্যান্য পেশাগত সুযোগ-সুবিধে পাওয়া উচিত বলে সংগঠন মনে করছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রেখেও আজ চরম লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন SACT বন্ধুরা। মূল বেতন ছাড়া তাঁরা কোনো ভাতা (HRA, MA) পান না। নতুন সরকারি আদেশনামায় SACT বন্ধুদের Health Scheme-এর আওতায় আনা হলেও আজ পর্যন্ত সেই নিয়ম বলবৎ হয়নি। বার্ষিক তিন শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হলেও এই শিক্ষকদের পক্ষে পরিবার, পরিজন নিয়ে দ্রব্যমূল্যের নিরিখে সম্মানজনকভাবে জীবন চালিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। SACT-দের সাপ্তাহিক কাজের সময় সংক্রান্ত যে সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই নির্দেশিকা অনুসারে SACT-দের সাপ্তাহিক সর্বমোট কাজের সময় ১৫ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হলেও অনেক কলেজেই এই নির্দেশিকা উপেক্ষা করে SACT-দের সপ্তাহে পাঁচ দিন কলেজে যেতে বাধ্য করছে। অধ্যাপক সমিতি এই অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের তীব্র নিন্দা করছে। অধ্যাপক সমিতি SACT সহকর্মী বন্ধুদের Definite Pay Scale এবং Definite Service Condition-এর পাশাপাশি অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি জানাচ্ছে। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সরকারি আদেশনামা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত SACT-দের সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ তিন দিন সর্বোচ্চ ১০টির বেশি ক্লাস বণ্টন করা চলবে না। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান SACT-দের মাতৃত্বকালীন ছুটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অধ্যাপক সমিতি এই বিষয়ে কলেজ প্রশাসনকে দ্রুত যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

সমিতির আইনি লড়াই

সমিতি মনে করে আলাপ-আলোচনা ও রাস্তায় নেমে আন্দোলনই সর্বোত্তম গণআন্দোলনের পথ। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য কেন পথে নামবেন? বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনেই সমিতি পথে নামে। পেশাগত সমস্যা সমাধানে আলোচনাই সঠিক পথ বলে সমিতি বিশ্বাস করে।

সরকার যখন আলোচনার পথকে অবজ্ঞা করে, তখনই সমিতি তার সদস্যদের ন্যায্য দাবিপূরণে আইনি লড়াইয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে। একটি দায়িত্বশীল সমাজের অংশ হিসেবে সমিতি কখনই এমন দাবি সমর্থন করে না, যা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

সমিতি প্রথম আইনি লড়াই শুরু করে ২৮ মাসের পদোন্নতির বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে। তারপর সফলতার সাথে M.Phil ও Ph.D. Increment ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কতকগুলি মামলা সফলতার সাথে আদালতে লড়াই করেছে ও সদস্যদের সমস্যার সমাধান করেছে।

বর্তমানে রাজ্য সরকার এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ আলোচনার প্রতি চূড়ান্ত ঔদাসীন্য দেখানো হচ্ছে। ২০২১ সালের পর থেকে একবারের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যায়নি বহু চেষ্টা করেও। বিভিন্ন ইস্যুতে আদালতের দ্বারস্থ হতে আমরা বাধ্য হয়েছি। বর্তমানে যে আইনি লড়াইগুলি মহামান্য কলিকাতা উচ্চন্যায়ালয়ে বিচারাধীন, সেগুলি হল—

১। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ধ্বংসকারী—''The West Bengal University and College (Administration and Regulation) Act, 2017'–বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই।

২। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা বিদেশে কর্মরত সদস্যদের স্বামী/স্ত্রী-র HRA বাবদ প্রাপ্ত ভাতা, সদস্যদের প্রাপ্যের সাথে অন্যায়ভাবে যুক্ত করে সর্বোচ্চ সীমা ১২০০০ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ২০১২ সাল থেকে তার পশ্চাদ্‌বর্তী প্রয়োগের মাধ্যমে, পূর্বে প্রাপ্ত HRA-এর পরিমাণ সংশোধন করে, তা পদোন্নতি বাবদ বকেয়ার থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সমিতি মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এবং সমিতি আশা করে শীঘ্রই এর সুবিচার পাওয়া যাবে।

৩। PTT ও CWTT-দের নির্দিষ্ট বেতনক্রম ও নির্দিষ্ট চাকুরীর শর্তাবলীর দাবিতে আইনি লড়াই লড়ছে।

৪। রাজ্য সরকার UGC-র সপ্তম বেতন কমিশন-২০১৬ সাল থেকে লাগু করার ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথা থেকে সরে এসে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ROPA-২০২০এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অশুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই প্রথম রাজ্য সরকার 4 বছর দেরীতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট বেতনক্রম চালু করেছে। এর ফলে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় 50% বকেয়া অর্থ থেকে বঞ্চিত হল।

সময়ের দাবি মেনে, আগামী দিনে সমিতি কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে আইনি লড়াই লড়ার কথা ভাবছে। কিন্তু এই ব্যয়বহুল সংগ্রাম সম্ভব হবে যখন সদস্যগণ সমিতিতে আইনি লড়াইয়ের তহবিলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন ও আর্থিক সহায়তা করবেন।

SACT-দের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সমিতির পক্ষ থেকে অ্যাপিল করার জন্য আইনি প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রসঙ্গে

১.১.২০২১তে বর্ধিত নতুন বেতনক্রম অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পেনশন পাচ্ছেন ১.১.২০২০ থেকে। চার বছরের এই যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী সর্বনিম্ন পেনশন ৬৫৭০০/- টাকা হবে যদি ২.৫৭ এর গুণিতকের ফলে প্রাপ্ত রাশি তার থেকে বেশী না হয়। কিন্তু এই আদেশনামা সরকার কার্যকরী করতে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সমিতির নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে সরকারী আধিকারিকরা আমাদের দাবি কার্যকর করবার জন্য দ্রুত প্রয়াস করবেন একথা বলেন। এরপর কলেজ শিক্ষকদের স্তরে ২০১১ সালের একটি সরকারি আবেদনপত্র অনুযায়ী তথ্য পূরণ করে অধ্যক্ষদের দিয়ে সেই তথ্যকে মান্যতা দিয়ে সরকারের ঘরে জমা দেওয়া হয়। যদিও দু-চারজন অধ্যক্ষ অন্যায়ভাবে সেই সব আবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। সমিতির তরফ থেকে পূর্ণ পেনশনের ১২০০ এর অধিক আবেদন এবং পারিবারিক পেনশনের ১৫০এর অধিক আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফলাফলের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশও দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে বরিষ্ঠ এবং অশীতিপর শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার দাবি জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন দেন। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও জি.পি.এফ এবং সি.পি.এফ দুধরণের পেনশন প্রাপক আছেন। সকলের জন্যই ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ নির্ধারিত করে সরকারি আদেশনামা থাকা সত্ত্বেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কেউ সেই আদেশনামার মর্মার্থ মেনে নেননি। সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে বর্তমানে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সি.পি.এফ-এ আছেন তাদের জন্য জি.পি.এফ-এর একটা সুযোগ দেওয়ার ন্যায্য দাবি রাখছি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিগত পে-স্কেলের সুযোগ ১.১.২০০৮ থেকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকরা

১.১.২০০৬ থেকে এই সুবিধা ভোগ করেছেন। এ বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা সুবিচারের অপেক্ষায় আছি।

বিশেষভাবে সক্ষম পুত্র বা কন্যা, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না কন্যা, পিতা বা মাতার মৃত্যুর পর যাতে পারিবারিক পেনশন পেতে পারে এই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। সরকার সম্মত হওয়া সত্ত্বেও এবং স্কুলস্তরে এবং সরকারি ক্ষেত্রে বহাল থাকলেও এই সুবিধা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েস্তরে এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। এই সুযোগ দেওয়ার স্বপক্ষে আমরা তীব্র সওয়াল করছি।

বিগত পে-কমিশনে (২০০৬) বর্ধিত বেতনের ৫.৬ শতাংশ এরিয়ার এখনও কলেজ শিক্ষকরা পাননি। মন্ত্রী আশ্বাস দিলেও আমরা বঞ্চিত। অনেক শিক্ষক এর মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য না পেয়েই, অথচ সরকার নির্বিকার।

শিক্ষামন্ত্রী সমিতির আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না। ফলে আমাদের দাবিদাওয়া আলোচনার গণতান্ত্রিক পথ সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন।

ডি.এ. নিয়ে মামলা চলছে। সমস্ত রাজ্যে ডি.এ. বর্ধিত হয়েছে কেন্দ্রীয় হারে। আমরাই শুধু বঞ্চিত। আমরা আদালতের উপর ভরসা রাখছি।

যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের চাকুরীকাল ৩৩/২০ বৎসরের কম ছিল তারা আনুপাতিক হারে কম পেনশন পান। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একটি সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে যাতে তারা পূর্ণ পেনশন পায়। সমিতি বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ সরকারি আদেশনামা প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। সে বিষয়েও সরকারি তরফে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

এ. আই. ফুকটো সংবাদ

অতিমারীর কারণে অন্যান্য সংগঠনের মতো AIFUCTO-র কার্যকলাপ রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। বিশেষত কোভিড অতিমারীর সুযোগ নিয়ে ভরা করোনার আবহে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' ঘোষণা করার পর AIFUCTO তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে দীর্ঘদিন কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। যদিও প্রতিটি রাজ্যেই AIFUCTO এবং তার নথিভুক্ত সহযোগিদের উদ্যোগে ওয়েবিনার সংগঠিত করা হয়। এমনকি এর বিরুদ্ধে তিনবার AIFUCTO-র উদ্যোগে ওয়েব-র‍্যালির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কোভিড অতিমারীর কারণে বাধ্য হয়েই ২০২১ সালে Academic Conference অনলাইনে করা হয়েছিল। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করলে বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তায় নেমে কর্মসূচি গ্রহণ করা শুরু হতে থাকে এবং ২০২২ সালের ৭, ৮, ৯ জানুয়ারি তিরুপতি শহরে AIFUCTO-র Statutory Conference অনুষ্ঠিত হয়। ৩ আগষ্ট ২০২২ তারিখে দিল্লির যন্তর মন্তরে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে অধ্যাপকদের বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। নভেম্বর মাসের ১৭-১৯ তারিখে একই দাবি নিয়ে এবং UGC চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় চেয়ে দিল্লিতে UGC অফিসের সামনে লাগাতার ৩ দিন ৬ ঘণ্টা করে বিক্ষোভ অবস্থান করা হয়। এই প্রথম অধ্যাপকদের কোনো কর্মসূচিতে পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করে, এমনকি বসার শতরঞ্জি তুলে দিয়ে শিক্ষককূলকে আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় বসতে বাধ্য করে। একইসঙ্গে মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় নি। এতদ্‌সত্ত্বেও UGC চেয়ারম্যান AIFUCTO নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এই ধরণের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে আরও বড় আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করার জন্য AIFUCTO তার আগামী ১৭-১৯ মার্চ, ২০২৩ হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য Academic Conference-এ সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

সমিতির তহবিল

এবার তহবিল প্রসঙ্গ আলোচনার শুরুতেই সমিতির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি। করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন বিপন্ন, অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে এই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াবার তাগিদে আপনাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাই। আপনাদের বিপুল সাড়ায় অধ্যাপক সমিতি মোট দশ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দিতে পেরেছে। ধন্যবাদ নয়, আপনাদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। নিঃসন্দেহে এই উদাহরণ সমিতির আগামী নেতৃত্বকে এ ধরণের তাৎক্ষণিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাণিত করবে।

অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের সমিতির আজীবন সদস্য, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রণজিৎ বসু মহাশয় ২ লক্ষ টাকা সমিতির দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে দান করেছেন। এছাড়াও অধ্যাপিকা মল্লিকা রায় ১০,০০০ টাকা, সন্ধ্যা দে ১০,০০০ টাকা, মন্দিরা সরকার ২০,০০০ টাকা, সীমন্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০,০০০ টাকা, অপর্ণা সেনগুপ্ত ২০,০০০ টাকা এবং পাঞ্চালী মজুমদার ১০,০০০ টাকা আলাদা করে এই তহবিলে জমা দিয়েছেন। সমিতির আজীবন সদস্য মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার মাইতি সমিতির গৃহ নির্মাণ তহবিলে ৫০,০০০ টাকা দান করেন। এঁদের সকলকে সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিগত আর্থিক বছরে সমিতির দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিল থেকে নিয়মিত অনুদানের মাধ্যমে আমরা যাদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তাদের নাম আমরা নিচে উল্লেখ করলাম।

ক্রমিক নং	নাম	প্রত্যেক মাসে টাকার পরিমাণ
১।	সুচন্দ্রা চ্যাটার্জী	৮০০ টাকা
২।	দেবলীনা মোদক	৮০০ টাকা
৩।	তিয়াসা কর্মকার	৮০০ টাকা
৪।	অভিজিৎ শীল	৮০০ টাকা
৫।	পূবালী দাস	৮০০ টাকা
৬।	প্রীতি দাস	৮০০ টাকা
৭।	শ্রাবণী নস্কর	৮০০ টাকা

আমাদের দাবিসমূহ

১। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' বাতিল করতে হবে এই রাজ্যেও এই শিক্ষানীতি চালু করা চলবে না।

২। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ২০১৭ বাতিল করতে হবে।

৩। CBCS বাতিল করতে হবে।

৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় ছাত্র শিক্ষক ও শিক্ষাবিরোধী পরিবর্তন করা চলবে না।

৫। UGC-র সুপারিশ মোতাবেক ১-১-২০১৬ থেকে সপ্তম বেতন কমিশন লাগু করতে হবে এবং অবিলম্বে চার বছরের বকেয়া বেতন প্রদান করতে হবে।

৬। সকল স্যাক্ট এবং গ্রন্থাগারিকদের Seniority বজায় রেখে নির্দিষ্ট বেতনক্রম এবং চাকুরীর নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রণয়ন করতে হবে। SACT-দের ক্ষেত্রে কতদিন কলেজে আসতে হবে সেকথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। সমকাজে সম বেতন নীতি মেনে এঁদের যাবতীয় সুবিধা দিতে হবে।

৭। 'আর.টি.ই. অ্যাক্ট ২০১৯' সংশোধন বাতিল করতে হবে এবং সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। রাজ্যে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষম আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকিকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ, বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে।

৯। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেটদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

১০। দেশজুড়ে ইতিহাস চর্চার বিকৃতি রোধ করে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে হবে।

১১। শিক্ষার বহমানতায় সরকারি ব্যয়ে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি ব্যয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি কলেজ গড়ে তোলার অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। নতুন করে self-financing course চালু করা যাবে না। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারকেই এ বিষয়ে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপি-র দশ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।

১২। অবিলম্বে সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।

১৩। সিএসসি, টেট, এসএসসি, পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১৪। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

১৫। চাকুরিরত অবস্থায় কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিতে হবে।

১৬। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য Cashless Health Scheme-এর G.O. সুনির্দিষ্ট বের করতে হবে।

১৭। রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের জন্য অবিলম্বে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় Cashless Health Scheme চালু করতে হবে।

১৮। অবিলম্বে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট তৈরি করতে হবে।

১৯। অবিলম্বে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বডিগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে।

২০। Family Pension-এর ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় Physically and visually challenged dependents, অবিবাহিতা, বিধবা এবং বিবাহ বিচ্ছিন্না কন্যাদের সুবিধা প্রদান করার নির্দিষ্ট সরকারি আদেশনামা অবিলম্বে বের করতে হবে।

২১। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বকেয়া এরিয়ার অবিলম্বে দেওয়া হোক।

২২। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকপদ সৃষ্টি করতে হবে।

২৩। কর্মরত অবস্থায় Ph.D করলে GLI-দের incentive দিতে হবে।

২৪। চুক্তিভিত্তিক লাইব্রেরিয়ানদের জন্য অবিলম্বে নির্দিষ্ট বেতনক্রম ও চাকরির শর্তাবলী প্রণয়ন করতে হবে।

২৫। SACT-দের বেতনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

২৬। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাক্ট সহ সকল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক/শিক্ষিকার চাকরির মেয়াদ ৬৫ বছর পর্যন্ত করতে হবে।

২৭। SACT-দের জন্য সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ ক্লাস সংখ্যা ১২-১৫ ও সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ চার দিন কলেজে যাবার বিষয়ে সুস্পষ্ট সরকারি আদেশনামা বের করতে হবে।

২৮। SACT-দের জন্য অবিলম্বে Definite Pay-Scale এবং Definite Service Condition চালু করতে হবে।

২৯। SACT-দের ক্ষেত্রে অবিলম্বে CCL এবং অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০। অবিলম্বে বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে DA দিতে হবে।

৩১। শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রক ও শিক্ষা দপ্তরকে নিয়মিতভাবে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র সংগঠনগুলির সাথে মত বিনিময়ের জন্য গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরি করতে হবে।

৩২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে যোগ্য অথচ বঞ্চিত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী পদে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলনরত কর্মপ্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

৩৩। বেসরকারি বি.এড এবং ডি.এল.এড প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ পরিচালনার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করছি এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের বেতনক্রম দাবি করছি।

৩৪। বর্তমানে অধ্যাপকরা চাকুরীজীবনের শেষ বছরে Earned Leave নিলে ৩০০ দিনের Leave Encashment-এর পুরোপুরি সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। অধ্যাপকদের Earned Leave অর্জনের অধিকার ৩০০ দিনের পরিবর্তে ৩১৫ দিন পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

৩৫। রাজ্যের কলেজগুলিতে পিএইচডি নিয়ে এবং কর্মরত অবস্থায় পি.এইচ.ডি অর্জন করার পর অধ্যাপকবৃন্দ এসোসিয়েট পদে উন্নীত হলে তাঁরা পিএইচডি সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। এই অসাম্য দূরীকরণে সরকারি নির্দেশনামা জারি করতে হবে।

৩৬। লাইব্রেরী পুরনো বইয়ের সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩৭। কলেজগুলি অধ্যাপক পদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বরিষ্ঠ অধ্যাপক পদ চালু করতে হবে।

৩৮। Special Education-এর ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

WBCUTA জিন্দাবাদ
AIFUCTO জিন্দাবাদ
শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ
শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মী ঐক্য জিন্দাবাদ।